

রাজনীতি, মিডিয়া এবং আমাদের করণীয় : শায়খ আটকের প্রেক্ষিত বিচার

রাহমান নাসির উদ্দিন

অন্যকে মরার মন্ত্র দেয়, কিন্তু নিজের বেলায় বাঁচার ফন্দি করা— নিরেট ধান্দাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। ধরা দেবার আগে সে আত্মহত্যা করলো না। বোমা মণ্ডুত থাকা সত্ত্বেও বোমাও মারলো না। শহীদ হলো না। বেহেস্তে যাওয়ার চেষ্টাও করলো না! নিজের বেলায় দোষকে যাওয়াই আল্লাহর আইন কায়েমের সূত্র বিবেচনা করেলা! আত্মসমর্পন করলো মানব রচিত আইনের কাছেই। এই হচ্ছে মূলতঃ এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আসল সুরত। ...

রাজনীতি, মিডিয়া, ইসলামি বিপ্লব, ধর্মীয় রাজনীতি প্রভৃতি, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের করণীয়, ইত্যাকার বিষয়াদি শায়খ আব্দুর রহমানের আটক হওয়ার প্রেক্ষিতে একটি ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করবার তাগিদ বোধ করছি। এ সকল প্রত্যয়-প্রপঞ্চের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং দার্শনিক প্রেক্ষিত বিবেচনা ও এর বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে আমাকে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলছে। প্রায় সবাই যখন গডডলিকা প্রবাহে, সাময়িক আবেগে শায়খের আটক হওয়ার বিষয়টি নিয়ে, মধুচন্দিমা গোছের মন্তব্য করছেন কিংবা এটাকে একটি সাজানো নাটক—আমি অবশ্য এর সত্যতার সম্ভাবনাকে আমার সন্দেহ-বিযুক্ত করিনা—বানানোর চেষ্টা করছেন, আমার ভাবনা-চিন্তাগুলো তখন ভিন্ন জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। আমি, আমার ভাবগুলোকে একটি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করছি।

শায়খ আব্দুর রহমান ধরা পড়েছে। বেশ স্বস্তির কথা। কিন্তু বাংলা ভাইসহ আরো অনেকে এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় মানুষ এখনো পুরোপুরি শঙ্কামুক্ত হতে পারেনি। তবে, ক্রমনিমজ্জমান নিরাপত্তাহীনতার এ বৈরী আকালে এটি নিঃসন্দেহে একটি ভালো সংবাদ। বোমা-গ্রন্থ এবং বোমাতংক সাধারণ মানুষ দৃশ্যত আপাত-স্বস্তি পেয়েছে। মিডিয়ার কল্যাণে কোন্ তরিকায় শায়খ আব্দুর রহমানকে ধরা হলো, সেটা ইতোমধ্যে রাষ্ট্র হয়েছে। লাইভ ক্রিকেটের মতো বল বাই বল মানুষ জেনেছে এবং দেখেছে। সাধারণ মানুষ এবং অসাধারণ মানুষ(!) তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন নানান আবেগে-স্ববেগে। চতুর্দিক থেকে বক্তৃতা-বিবৃতি আসছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী জাতির—আসলে জনগণের—উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক ভাষণ দিলেন। মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ মিছিল করছে। বেশ ভালো। শায়খ আব্দুর রহমানকে কী করা উচিত, তা নিয়েও এত্তার রায় দেয়া হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। সংবাদপত্রে বহুকিসিমের সরস-অরস-নিরস প্রতিবেদন-মন্তব্যপ্রতিবেদন

লেখা হচ্ছে। পাঠকও উৎসুখ্য মনোভাবে ক্রমাগত গিলছে এ হট যোগান। এই যে বহুমাত্রিক কর্মযজ্ঞ এবং প্রতিক্রিয়ার জোয়ার শায়খ আব্দুর রহমানের আটক হওয়াকে কেন্দ্রীয় বিষয় করে, এ সামগ্রিক উপাত্তগুলো বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ করে আমি কয়েকটি বিষয় এখানে বয়ান করতে চাই। তবে, আটক-হওয়ার ঘটনা নিয়ে চতুর্দিকে যে গরম প্রতিক্রিয়া, উত্তাপ এবং উল্লাস, খুব সচেতন ভাবে তার কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থানে দাঁড়িয়ে আমি বিষয়টিকে বিবেচনা করতে চাই। গরম উত্তাপ এবং আবেগ-সর্বস্ব প্রতিক্রিয়া চিন্তা-ভাবনা গুলোকে প্রভাবিত করে। বিশ্লেষণকে বস্তুনিষ্ঠতা এবং আবেগ-নিরপেক্ষতা থেকে বিযুক্ত করে। তাই, আমি শায়খ আটক-নাটকের অগ্রবর্তী এবং অনুবর্তী ঘটনা এবং সংশ্লিষ্ট প্রপঞ্চগুলোকে অধিকতর গুরতর এবং গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান করি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় ভাবনাগুলো আলাদা করে বিন্যাস করলেও, পরস্পর আন্তঃসংযোগে গাঁথা। কথিত, অকথিত এবং কহিতব্য অনেক ভাবনাই একত্রে গ্রহণ করা যায় না, জায়গার অভাবে। আমি কেবল তিনখান বিষয় নিয়ে এখানে আলাপ পারতে চাই।

শায়খের আটক আমাদের রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবার একটা মওকা দেয়। আমার কাছে এটি একটি বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণ দিক বলে মনে হয়। শায়খের এ আটক-নাটক আমাদের রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের মিথ্যাবাদি, স্বার্থপর এবং দেশপ্রেমহীন মনোবৃত্তি ও চারিত্রিক নির্মিতিকেই উন্মোচন করে। ‘বাংলা ভাই বা শায়খ আব্দুর রহমান মিডিয়ার সৃষ্টি’-সরকার এবং সরকারের বেশ কয়েক গুণ দায়িত্বশীল মন্ত্রী, এবং পাতিমন্ত্রী, একথা চড়া গলায় বলেছেন, যখন বাংলাভাই এবং শায়খ আব্দুর রহমান তাদের হিংস্র কর্মকাণ্ড নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিলেন। মানুষ মেরে উল্টো করে যখন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখছে, মিডিয়া-ছাপা এবং বিদ্যুতায়িত মিডিয়া-যখন এসব খবর রপ্ত করছে, সরকার এবং মন্ত্রীরা গোসসা করলেন। মিডিয়াকে গাল দিলেন ‘বাংলা ভাই বা শায়খ’র সৃষ্টিকর্তা হিসাবে। পরে, তাদের অস্তিত্ব যখন ইজ্জতের ওপর হামলা করলো-সিরিজ বোমা হামলা থেকে শুরু করে নানান নৃশংস এবং সন্ত্রাসী, আত্মঘাতি বোমা হামলা প্রভৃতি-তখন বহুকিসিমের বাহানা দিয়ে, তাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হলো। কিন্তু অতীতের বক্তব্যের জন্য কাউকে শরমিন্দা হতে দেখা যায়নি। তাও রক্ষে যে স্বীকার করেছিলেন! জনগণের আবেগকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের মতলবে ‘এদের ধরার জন্য অর্থ-পুরস্কার ঘোষণা করা হলো’। রামের অবশেষে সুমতি হলো! এ নিয়ে টাউস কীর্তন আছে। সে কীর্তন পুনরায় পারবার কোন প্রয়োজন নাই। শেষমেষ বহু নাটকের যবনিকা হলো শায়খ আব্দুর রহমানের আটক হবার মধ্য দিয়ে। ‘সুযদীঘল বাড়ি’ নিয়ে বহু কাহিনী-সত্যতাও দৃষ্ট হওয়ায় থলের বিড়াল ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে পড়ছে-শুনা যাচ্ছে। ঐদিকে আমি যাবো না। বহুনাটকের জন্ম দিয়ে নাটের গুরু আটকা পড়লো। শায়খ আব্দুর রাহমানকে ধরবার পরপরই প্রধানমন্ত্রী গরম গরম ভাষণ দিলেন। শায়খ আটকের ঘটনার মধ্য দিয়ে র্যাব যে জাতিরে উদ্ধার করছে, ইনিয়ে-

বিনিয়োগে তিনি সেটাই বললেন। অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র (ওরফে আমেরিকা!) যা পারেনি (মানে লাগেন ধরতে না পারা), তিনি তাই করেছেন (তাহলে কী শায়খ বাংলার লাগেন! মারহাবা!)। কিন্তু এ বক্তব্য এবং সরকারের এ কৃতিত্ব জাহির প্রকারান্তরে আমাদের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের একটি নির্মম এবং নিষ্ঠুর চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে গডডলিকা প্রবাহের বিপ্রতীপে বিষয়টিকে বিবেচনা করি। এবং সে মোতাবেক আমার ভাবনাচিন্তাগুলোকে সাজাই। আমি মনে করি, শায়খকে আটক এবং প্রধানমন্ত্রীর জরুরী ভাষণ ইতোপূর্বে কথিত, বলিত এবং ঘোষিত-তঁার সরকার এবং সরকারের মন্ত্রীদের-সমস্ত কথামালাকে একটি ভিত্তিহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং দেশাত্মবোধহীন বক্তব্য এবং মন্তব্য হিসাবেই প্রমাণ করে। প্রধানমন্ত্রীর গরম ভাষণ হচ্ছে, নিজের এবং নিজের সরকারের মন্ত্রীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার একটি স্মারক ও দলিল। শায়খ আব্দুর রহমানের আটক হওয়ার এটা হচ্ছে একেবারে নগদ লাভ। আমাদের বুঝতে হবে, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের তোয়াক্কা এদেশের সরকার এবং রাজনীতিবিদরা কখনো করেন না। একই বিষয় বা ইস্যুকে এরা এদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ‘দিন’ করেন আবার এদের প্রয়োজনেই এটাকে ‘রাত’ করেন। মাঝখান দিয়ে জীবন দিতে হলো এদেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষকে। এ মানুষগুলোর পরিবারগুলো স্বজন হারানোর বেদনা এবং অপূরণীয় ক্ষতি নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করে। এই দায়-দায়িত্ব কার? কোন মন্ত্রী, পাতিমন্ত্রী বা এমপির সন্তানকে তো বোমার আঘাতে মারা যেতে দেখিনি! মরেছে, এদেশের খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, কুলি, দিন-মজুরের সন্তানেরা। নিত্য ক্ষুধার সাথে ঘরসংসার করা এ মানুষগুলোর জীবনের নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠেছে বাঁধ না-মানা চোখের জল। এর দায় কার? আর এদিকে শায়খকে ধরবার কৃতিত্ব নিয়ে রাজনীতিবিদরা বগল বাজাচ্ছেন। কৃতিত্বের ঢেকুর তুলছেন। এই ভাওতাবাজির রাজনীতি ও স্বার্থপর রাজনীতিবিদরা আমাদের সমাজ এবং সমাজের মানুষগুলোর দুঃখ এবং দুর্দশা কোনদিন উপলব্ধি করেননি; করবেও না। এই জায়গা থেকেই বিষয়টিকে বিচার করতে হবে।

এবার বলতে চাই মিডিয়া ভূমিকা কথা। মিডিয়ার ভূমিকাকে খাটো করে দেখবার কোন অবকাশ নাই। মিডিয়াই মূলতঃ সরকারকে বাধ্য করেছে, জঙ্গি প্রশ্নে আজকের এই জায়গায় এসে দাঁড়াতে। বিরোধীদল শত আন্দোলন করে যা পারেনি, সেটা মিডিয়া তার পেশাদারি ভূমিকা দিয়ে করে দেখিয়েছে। তবে, বিষয়টাকে একেবারে এতো সাধারণ করে ভাববার কোন অবকাশ নাই। এ ইস্যুটির ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’র আগা এবং গোঁড়াকে এক মাত্রায় বিবেচনা করলে, সেটা হবে খণ্ডিত। তাই ‘মিডিয়ার সৃষ্টি’ নিয়ে কথা বলতে গেলে বলতে হয় এ সামগ্রিক নাটকের আগার কথাও। গোড়ায় মিডিয়া তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করলেও শায়খ আব্দুর রহমানকে ধরবার বিষয়টি নিয়ে মিডিয়া যা করেছে, তাতে সত্যিকার অর্থে এ মিডিয়াই শায়খ আব্দুর রহমানকে এতোটা ভয়ংকর করে তুলেছে—বললে অত্যাুক্তি হবে। বাজার অর্থনীতির এ যুগে, বাজারে নিজের দাম চড়া করবার

অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শায়খ আব্দুর রহমানকে এ মিডিয়াই এক্সক্লুসিভ করে তুলেছে। ভয়ংকর জঙ্গি এবং সন্ত্রাসী নির্মিতি দিয়েছে। আর মিডিয়ার এ বাড়াবাড়ি, দেশান্তরে নিজের দেশকে একটি ভয়ংকর সন্ত্রাসীর দেশ হিসাবে একটা আলাগা পরিচিতি দিয়েছে। ‘ইসলামি সন্ত্রাসী’ এবং ‘ইসলামি জঙ্গি’ বিষয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষ করে পাশ্চাত্য দখলদার, লুটেরা ও আধিপত্যবাদি রাজনীতির যে রাজনৈতিক অর্থনীতি, সে মঞ্চে বাংলাদেশকে নয় মাত্রায় উপস্থাপন করা হয়েছে একটি ভয়ংকর ইসলামি সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদের দেশ হিসাবে। এ দায় মিডিয়াকে নিতেই হবে। ভয়ংকর আব্দুর রহমান সত্যিকার অর্থেই মিডিয়ার সৃষ্টি। সে যে ভয়ংকর নয়, একজন কাপুরুষ তা তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তাই, পয়লা বিবেচনায় ‘বাংলা ভাই-শায়খ’ মিডিয়ার সৃষ্টি না হলেও, পাকড়াও-নাটক নিয়ে একজন কাপুরুষকে ভয়ংকর করে তোলাটা সত্যিকার অর্থেই মিডিয়ারই সৃষ্টি। ওপরি হিসাবে, বিদেশে দেশের যে ভাবমূর্তি নষ্ট হলো, সে বিবেচনায় এটি একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ বলে আমি জ্ঞান করি।

শায়খ আটকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে জঙ্গিবাদ, ইসলামি বিপ্লব এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অসারতা প্রমাণিত হওয়া। যা এ সম্প্লকিত গোটা দার্শনিক, আদর্শিক ও প্রায়োগিক বিষয়াদির আগাগোড়া ভিত্তিহীনতার ইঙ্গিত দেয়। আসলে বিপ্লব কী বস্তু এবং কি উপায়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোয় একটি বিপ্লব সংঘটন সম্ভব সে সম্প্লকিত ধারণা এবং আলাপ-মালাগুলো বাংলাদেশে বিদ্বান এবং অ-বিদ্বান সমাজে বেশ ধুঁয়াটে। তার ওপর ইসলামি বিপ্লব-এক কাঠি সরস। এ শায়খ আটকের ঘটনার মধ্যদিয়ে ইসলামি বিপ্লবের যে ধারণা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তার অন্তঃসারশূন্যতাকেই স্পষ্ট করে। যে কোন বিপ্লবের দুইটি মৌলিক কাম থাকে। এবং সে মোতাবেম বিপ্লবের নিশানা ঠিক করা হয়। পয়লা, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ও প্রাজ্ঞতায় সমাজের বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোই সত্যিকার শ্রেণী-শত্রু নির্ধারণ করা। দোসরা, সেই শ্রেণী-শত্রু ধ্বংস করবার অনুবর্তীতে সমাজ-কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধারণ-শ্রমজীবী মানুষের জীবনে একটি শ্রেণী-শোষণহীন সাম্যবাদি সমাজ-ব্যবস্থা বিনির্মাণে একটি আদর্শ-ভিত্তিক ধারণা তৈরী করা এবং সে মোতাবেক বাস্তবভিত্তিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করা। কিন্তু বাংলাদেশে যে কথিত ইসলামী বিপ্লবের ধারণা এবং বিদ্যমান সমাজ-কাঠামো বদলানোর মতলবে যে বোমা-সন্ত্রাসসহ জঙ্গিবাদি কর্মতৎপরতা; তা যে তাত্ত্বিক, আদর্শিক এবং প্রায়োগিকভাবেই একটি ভিত্তিহীন অভিযান-শায়খ আব্দুর রহমানের কাপুরুষের মতো আত্মসমর্পন সেটাই প্রমাণ করে। শায়খ আব্দুর রহমান যে ভিত্তির ওপর এদেশের গরীব, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং ধর্মভীরু মানুষকে আল্লাহর শাসন কায়েমের নামে আত্মঘাতি বোমা-সন্ত্রাসী হবার মন্ত্র দিয়েছিলো, সেটা শায়খের আটকের মধ্যদিয়েই একেবারে ভিত্তিহীন এবং মুখামির নজির হিসাবে হাজির হয়। মানব রচিত আইন মানিনা বলে, ধর্মবাজ শায়খ দেশের অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত তরুণদের হাতে তুলে

দেয় অস্ত্র এবং বোমা। মানুষের সহজাত ধর্মভীরুতার সুযোগে এদেরকে পড়ায় আল্লাহর আইন কায়েমের ভুল-মন্ত্র। বোমা মারো; মানুষ হত্যা করো; বিচারক হত্যা করো। মানব-রচিত আইনের কাছে আত্মসমর্পন করোনা; ধরা পড়বার আগে প্রয়োজনে আত্মহত্যা করো। তুমি মরলে শহীদ হবে; বেহেস্তের দরজা তোমার জন্য খোলা থাকবে; গাজী হবে। ইত্যাকার মন্ত্র। হাতে তুলে দেয় সামান্য টাকা। ধর্মবাজদের মন্ত্রণায় এরা হয়ে উঠে আত্মঘাতি বোমাবাজ। গত আট মাসে আত্মঘাতি বোমা হামলায় নিহত এবং আহত হয়েছে এদেশের অসংখ্য মানুষ। বিপ্লবে শ্রেণী-শত্রু খতমের যে সূত্র আছে, সে সূত্রের বিবেচনায় এদের কেউই বিদ্যমান ক্ষমতা-কাঠামোর বিচারে শ্রেণী-শত্রুর পর্যায়ে পড়েনা। কিন্তু এ সামগ্রিক হত্যাযজ্ঞের নাটকের গুরু শায়খ যখন মরণকালে হাজির হলো, তিনি নিলো উল্টো সিদ্ধান্ত। অন্যকে মরার মন্ত্র দেয়, কিন্তু নিজের বেলায় বাঁচার ফন্দি করা— নির্রেট ধান্দাবাজি ছাড়া আর কিছুই না। ধরা দেবার আগে সে আত্মহত্যা করলো না। বোমা মণ্ডজুত থাকা সত্ত্বেও বোমাও মারলো না। শহীদ হলো না। বেহেস্তে যাওয়ার চেষ্টাও করলো না! নিজের বেলায় দোষকে যাওয়াই আল্লাহর আইন কায়েমের সূত্র বিবেচনা করেলা! আত্মসমর্পন করলো মানব রচিত আইনের কাছেই। এই হচ্ছে মূলতঃ এদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আসল সুরত। এইখানে আদর্শ, ইসলাম, আল্লাহর আইন কিংবা বিপ্লবের কোন কিছুই নাই। পুরো বিষয়টিই একটি ভিত্তিহীন, আবেগ সর্বস্ব, ধর্মীয় অন্ধতা, রাজনৈতিক মুর্থতা, অনাধুনিক-অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা ও হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ওপর দাড়িয়ে আছে। শায়খ আব্দুর রহমানের আটকের ঘটনাকে এভাবেই বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আছে। এখনো যারা এ পথে আছে, তাদেরকেও এ বিষয়টি সাফ করে বোঝাতে হবে। পাশাপাশি এ দেশের সাধারণ জনগণেরও এ ব্যাপারে একটি দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবার বিষয় আছে বলে আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি। তবেই, এদেশটি একটি বাসযোগ্য দেশ হিসাবে বিশ্বের দরবারে তার হাজার বছরের গৌরবান্বিত ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। প্রত্যেকের—অবশ্যই মিডিয়াসহ—তার স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে যথাযথ সচেতন হওয়া এবং সে মোতাবেক স্বীয় করণীয় করবার মধ্যেই একটি সুন্দর বাংলাদেশ লুকিয়ে আছে। সেটাকে নতুন করে জন্ম দেবার দায়িত্ব সকলের। উল্লেখ্য, শায়খ আব্দুর রহমান আটকের ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং এর একটি সুদূর প্রসারি আন্তর্জাতিক মাত্রাও আছে নিঃসন্দেহে। সে বিষয়ে সবিস্তার আলাপ করবার বাসনা আছে নিকট ভবিষ্যতে।

রাহমান নাসির উদ্দিনঃ সহকারী অধ্যাপক, নৃঞ্জান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে জাপানের কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি. করছেন।